কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...২...

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

# পাঠ্যপুস্তকে গণহত্যার কথা তুলে ধরা হবে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ▷**

আগামী বছর প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে ধারাবাহিকভাবে গণহত্যার ইতিহাস ও বিবরণ তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। গতকাল সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে বাংলাদেশ স্টাডি ট্রাস্ট আয়োজিত 'জাতীয় গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দেশের বড় একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী খালেদা জিয়াসহ কিছু লোক গণহত্যাকে স্বীকার করে না। আমরা নিজেরাই যদি গণহত্যাকে স্বীকার না করি, বহির্বিশ্বের দায় পড়েনি যে স্বীকৃতি দেবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে যে সমালোচনা করেছে তা মুক্তিযুদ্ধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হলে খলনায়ক দিয়ে মহানায়ককে মোকাবেলার সাহস পেত না। আমরা মাত্র দুই দিনের প্রস্তুতি নিয়ে গণহত্যা দিবস পালন করেছি। তাই আশানুরূপ সফল হতে পারিনি। ইনশাল্লাহ আগামীতে দিবসটি উদ্‌যাপনে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, '২০১৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩টি দেশের সম্মতিক্রমে ৯ ডিসেম্বরকে গণহত্যা দিবসের মর্যাদা দেয় জাতিসংঘ। সুতরাং ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস ঘোষণার সুযোগ থাকছে না। জাতিসংঘ বিবেচনায় আনলেও যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য প্রভাবশালী দেশগুলো বাধা দেবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের স্মরণে সারা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩০ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে জানতে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়বে।'

বাংলাদেশ স্টাডি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রদুত ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, 'একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। এ বিষয়ে যেন কোনো সমালোচনা ও দ্বিমত না করতে পারে সে লক্ষ্যে আইন করা জরুরি।'